মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের বর্ণাঢ্য র্যালি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের সাফল্য ও উন্নয়নের বার্তা পৌঁছে দিতে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের বর্ণাঢ্য র্যালির আয়োজন করেছে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগ।

বুধবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে বড়বাজার চৌরাস্তার মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।

মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধনের নেতৃত্বে মেহেরপুর সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি খন্দকার জুলকার নাইম বাইজিদ, গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিক, বারাদি ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি আল মামুন, মহাজনপুর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ইমাম হোসেন ইমন, শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মতিউর রহমান সহ জেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের বিভিন্ন নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে সরকারের উন্নয়ন তুলে ধরে তাঁতী লীগের আনন্দ র্যালি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের উন্নয়ন তুলে ধরে আনন্দ র্যালি ও লিফলেট বিতরণ করেছে সদর থানা তাঁতী লীগ।

আজ বুধবার বিকালে শহরের কাথুলী সড়ক থেকে শুরু করে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে শিল্পকলা একাডেমি মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।

মেহেরপুর জেলা তাঁতী লীগের সভাপতি নুর ইসলাম সুবাদের নেতৃত্বে জেলা তাঁতী লীগের সদস্য সচিব আরিফুল ইসলাম মানিক, সদর থানা তাঁতী লীগের আহবায়ক রতন শেখ, সদস্য সচিব মিজানুর রহমান আবু, মুজিবনগর

উপজেলা তাঁতী লীগের আহ্বায়ক মোঃ খালেক, মেহেরপুর পৌর তাঁতী লীগ সভাপতি মো: রাজিব, সাধারণ সম্পাদক রক্তিম, আমদহ ইউনিয়ন তাঁতী লীগ সভাপতি রবিউল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মো: সুমন, মহাজনপুর ইউনিয়ন তাঁতী লীগ সভাপতি মো: আক্কাস আলী, সাধারণ সম্পাদক ইসরাফিল, মোনাখালী ইউনিয়ন তাঁতী লীগ সভাপতি সাহেব জোয়াদ্দার, সাধারণ সম্পাদক জমির, তাতী লীগ নেতা মো: বিজন, পালু শেখ মেম্বার, ফয়সাল, মনিসহ বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা অংশ র্যালীতে অংশ নেন।

মহাসমাবেশ সফল করতে মেহেরপুরে বিএনপির প্রস্তুতি সভা, সাংবাদিক প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

২৮ অক্টোবর ঢাকার মহাসমাবেশ সফল করার লক্ষ্যে মেহেরপুরে বিএনপি’র এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার বিকাল পাঁচটায় মেহেরপুর কাথুলী সড়কের একটি কমিউনিটি সেন্টারে এ প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুর ১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুণের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা, কুষ্টিয়া জেলা বিএনপি’র সভাপতি মেহেদী আহমেদ রুমি।

জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেনের সঞ্চালনায় বিশেষ বক্তা হিসেবে রয়েছেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি জাবেদ মাসুদ মিলটন। প্রস্তুতি সভায় বিএনপির বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীদের অংশগ্রহণ করতে দেখা গেছে। তবে প্রস্তুতি সভা থেকে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তা জানা যায়নি।

তবে, প্রস্তুতি সভায় সাংবাদিকদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে বলে জানান জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন। তিনি বলেন, প্রস্তুতি

সভাটি ঘরোয়া। যে কারণে সাংবাদিকদের প্রবেশ না করতে অনুরোধ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্পের শিক্ষক ও সুপারভাইজারদের মাসিক সমন্বয় সভা

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন কর্মসুচীর আওতায় মেহেরপুর সদর উপজেলার শিক্ষক ও সুপারভাইজারদের নিয়ে মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার সকাল ১০ টার দিকে আমঝুপিতে মউকের হলরুমে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মউকের নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সহকারী পরিচালক শেখ সুরুজ্জামান। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মুরাদ হোসেন। কর্মসুচীর ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার সাদ আহম্মেদ।

সভায় বর্তমান শিখন কেন্দ্র গুলোর শিখন শেখানো অবস্থা, কেন্দ্রের পড়া লেখার মান যাচাইসহ কেন্দ্রের পরিবেশ ও ছাত্র ছাত্রীর উপস্থিতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। মেহেরপুর সদর উপজেলার ৭০ জন শিখন কেন্দ্রের শিক্ষক ও সুপারভাইজারগণ অংশগ্রহণ করেন।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সহযোগিতায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক মেহেরপুর জেলায় আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন কর্মসুচী বাস্তবায়ন করছে।

গাংনীতে পিএসকেএসের উদ্যোগে মৎস্য উপকরণ বিতরন

গাংনীতে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস) কর্তৃক সমন্বিত কৃষি ইউনিটভুক্ত মৎস্যখাত এর আওতায় জি-৩ রুই মাছ চাষ ও আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে কার্প ফ্যাটেনিং প্রদর্শনীর জন্য মৎস্য উপকরণ বিতরন করা হয়েছে। বুধবার বেলা ১১ টার সময় সংস্থার খামারবাড়ি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে উপকরণ বিতরনের আয়োজন করে পিএসকেএস।

তেরাইল, জুগিরগোফা, বানিয়াপুকুর, কাষ্টাদহসহ অন্যান্য গ্রামের ২৫ জন উপকারভোগীর মাঝে জি-৩ রুই ও কার্প জাতীয় মাছের পোনাসহ মাছ চাষ সহায়ক ঝাঁকি জাল, রাসায়নিক সার, জিও লাইট, সবজি বীজ, পেঁপে, বেগুণ, ঝালের চারা ও অন্যান্য উপকরণ বিতরণ করা হয়।

এ সময় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মৎস্য প্রশিক্ষক মোঃ মতিউর রহমান ও সংস্থার কর্মকর্তাসহ চাষীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উপকারভোগীদের উত্তম ব্যবস্থাপনায় মাছ চাষের পাশাপাশি পুকুর পাড়ের অনাবাদি জমিতে সবজি চাষের বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়। উক্ত কার্যক্রমে আর্থিকভাবে সহায়তা করছে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)।

গাংনীতে মৎস্য সেবা ও পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত

গাংনীতে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস) কর্তৃক সমন্বিত কৃষি ইউনিটভুক্ত মৎস্যখাত এর আওতায় মৎস্য সেবা ও পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উক্ত পরামর্শ সভা পিএসকেএস খামার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত

হয় বুধবার সকাল ১০ টার সময়। উক্ত সভায় প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মৎস্য প্রশিক্ষক মোঃ মতিউর রহমান।

এ সময় চাষীদের পুকুরে প্রাথমিক খাদ্য পরীক্ষা, মাছের সাধারণ রোগ-প্রতিকার, মাছ চাষের সাধারণ সমস্যাবলী ও সমাধানসহ অন্যান্য বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। এছাড়াও খাদ্য ব্যবস্থাপনায় বিবেচ্য বিষয়সমূহ ও পানি পরীক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। উক্ত কার্যক্রমে আর্থিকভাবে সহায়তা করছে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)।

গাংনীতে কন্যা শিশুকে শ্লীলতাহানীর অভিযোগে একজন গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনীতে ১১ বছর বয়সী এক কন্যা শিশুকে তার বাড়িতে গিয়ে জোরপূবক শ্লীলতাহানীর চেষ্টার অভিযোগে মামলা হয়েছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত ফারুক হোসেন (৪৮) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের বেতবাড়িয়া গ্রামে।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, গত মঙ্গলবার (২৪ অক্টোবর) দুপুর আড়াইটার দিকে বেতবাড়িয়া গ্রামের মৃত পিয়ার বক্সের ছেলে ফারুক হোসেন (৪৮) প্রতিবেশীর ১১ বছর বয়সী এক কন্যা শিশুকে জোরপূর্বক শীলতাহানীর চেষ্টা করে। পিতা মাতার অনুপস্থিতি টের পেয়ে কন্যা শিশুর বাড়িতে গিয়ে মেলা থেকে কেনা মাটির তৈরি টিয়া পাখি দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে জোরপূর্বক শীলতাহানীর চেষ্টা করে। কন্যা শিশুর চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে আসলে অভিযুক্ত ফারুক হোসেন সেখান থেকে দ্রুত পালিয়ে যান। এ ঘটনায় ওই দিনই শিশুর পিতা বাদী হয়ে থানায় গাংনী থামায় একটি মামলা দায়ের করলে পুলিশ ফারুক হোসেনকে গ্রেফতার করে।

গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) তাজুল ইসলাম জানান, কন্যা শিশুকে শ্লীলতাহানীর চেষ্টার বিষয়ে থানায় একটি মামলা করা হলে

আসামি ফারুক হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বুধবার দুপুরে আসামিকে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

নীলচাষিদের আর্তনাদের স্মৃতি চিহৃ ‘আমঝুপি নীলকুঠি’

“ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভের সঙ্গে মীরজাফর ও ষড়যন্ত্রীদের শেষ বৈঠক হয়েছে এবং তার ফলে শুধু নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিপর্যয় ঘটেনি বাঙালী হারিয়েছিলো তার স্বাধীনতা।’’

এই জনশ্রতি দিয়েই ঐতিহাসিক স্থাপনা আমঝুপির নীলকুঠির কালিমা লেপে ইতিহাস বিকৃতি করা হলো ১৯৭৯ সালের ২৬ মার্চ। তৎকালীন বৃহত্তর কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক আব্দুল মান্নান ভূইয়াঁর একটি ফলক নীলকুঠিতে স্থাপন করার পর থেকে এই নীলকুঠিসহ পুরোগ্রামটিকে ষড়যন্ত্রীদের অংশি হিসেবে ইতিহাসের কালো অধ্যায় রচনা করা হলো। জেলা প্রশাসকের নির্দেশে ইতিহাস বিকৃতি করে একটি বই লিখে তাকে সহযোগীতা করছিলেন লেখক আবুল আহসান চৌধুরী।

বিভিন্ন লেখকের বই থেকে জানা গেছে, ১৮১৮ থেকে ১৮২০ খৃস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়কালে মেহেরপুরের আমঝুপি, ভাটপাড়া, কাথুলি, বামন্দীসহ বেশকিছু স্থানে নীলকুঠি স্থাপিত হয়।

ইতিহাস বলে, ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সেনাপতি লর্ড ক্লাবের নেতৃত্বে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত হন এবং বাংলা তার স্বাধীনতা হারায়। পলাশীর যুদ্ধে কয়েকবছর পর লর্ড ক্লাইভ ইংল্যাণ্ডে ফিরে যান এবং ১৭৭৪ সালের ২২ নভেম্বর তিনি ইংল্যাণ্ডে আত্মহত্যা করেন।

কিন্তু বিকৃত ইতিহাসে জনশ্রুতির দোহায় দিয়ে বলা হয়েছে, পলাশীর যুদ্ধের আগে মাঝে মধ্যে লর্ড ক্লাইভ আমঝুপি নীলকুঠিতে আসতেন এবং এই নীলকুঠিতে মীরজাফরের সাথে ষড়যন্ত্রের বৈঠক করে নবাব

সিরাজউদ্দৌলাকে হারানোর নীল নকশা করেন। যে নীলকুঠি জন্ম হয় ১৮১৮ সালে অর্থাৎ পলাশী যুদ্ধের ৬১ বছর পর। সেই নীলকুঠিকে কিভাবে লর্ড ক্লাইভ-–মীরজাফরের ষড়যন্ত্রের নীলনকশার বৈঠকখানা বলা হয় ?

নীলকুঠির ভবনের উত্তর দিক

নীলকুঠি কেন স্থাপন করা হয়

১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে এ বঙ্গে কোম্পানী আইন প্রতিষ্ঠিত হয়। ওই সময় মেহেরপুরসহ সমগ্র নদীয়া ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাষনভুক্ত হয়। পরবর্তিতে ১৭৭৮ সালে ক্যারেল ব্লুম নামের এক ইংরেজ মেহেরপুর সহ বিভিন্ন স্থানে নীল চাষ শুরু করেন। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তাদের ব্যবসায়ীক প্রসারের কারণে উনিশ শতকের শুরুর দিকে আমঝুপি নীলকুঠিসহ বিভিন্ন স্থানে অবকাঠামো নির্মাণ করে। ইংরেজ কুঠিয়াল কেনি, সিম্পসেন, ফার্গুসেনের সতীর্থদের অত্যাচার আর শোষণের স্থান ছিলো এই নীলকুঠি।

নীলকরদের অত্যাচার আর নির্যাতনের সাক্ষী আমঝুপি নীলকুঠি। কর পরিশোধ না করতে পারলে নীলচাষিদের উপর চলতো নানা নির্যাতন, এমনকি হত্যা করে লাশ মূত্যুকুপে নিক্ষেপ করে উল্লাস করা হতো। নীলকুঠিতে এখনো সে সকল নির্যাতনের স্মৃতি চিহৃ আকাশে বাতাসে বয়ে বেড়ায়। শুনশান নিরবতায় প্রাকৃতিক নির্জনতার প্রতিটি পরতে রয়েছে সে নির্যাতনের ক্ষত চিহৃ।

জানা যায়, অত্যধিক লাভজনক হওয়ায় ১৭৯৬ সালে মেহেরপুর অঞ্চলে নীল চাষ শুরু হয়। এ সময় বিখ্যাত বর্গী দস্যু নেতা রঘুনাথ ঘোষালির সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে গোয়ালা চৌধুরী নিহত হলে মেহেরপুর অঞ্চলে

রানী ভবানীর জমিদারীভুক্ত হয়। রানী ভবানী নিহত হলে কাসিম বাজার অঞ্চলটি ক্রয় করেন হরিনাথ কুমার নন্দী। পরে হাত বদল হয়ে গোটা অঞ্চলটি মথুরানাথ মুখার্জির জমিদারীভুক্ত হয়। এক সময় মথুরানাথ মুখার্জির সঙ্গে কুখ্যাত নীলকর জেমস হিলের বিবাদ বাধে। মথুরানাথ-এর ছেলে চন্দ্র মোহন বৃহৎ অঙ্কের টাকা নজরানা নিয়ে মেহেরপুরকে জেমস হিলের হাতে তুলে দেন। চন্দ্র মোহনের ছেলে মহেষ মুখার্জি জেমস হিলের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ইতিহাসে ইনিই নীলদর্পণ নাটকে গুপে দেওয়ান নামে পরিচিত।

নীল গাছ পচা পানি জ্বালিয়ে তৈরি করা হতো নীল রঙ। এক বিঘা জমিতে আড়াই থেকে তিন কেজি নীল উৎপন্ন হতো- যা উৎপাদন করতে ব্যয় হতো ১২-১৪ টাকা। অথচ চাষীরা পেতো মাত্র তিন-চার টাকা। চাষীদের দাদন দিয়ে নীল চাষে বাধ্য করা হতো যাতে তারা জমিতে নীল চাষ বাদি দিয়ে অন্য চাষ না করতে পারে। ফলে বলা হয়, নীল গাছ থেকে যে রঙ তৈরি করা হতো তা ছিল চাষীদের বুকের পুঞ্জ্ভিূত রক্ত। জমাটবাঁধা ক্ষোভে নীলচাষিরা আস্তে আস্তে আন্দোলন গড়ে তোলে। এক সময় দুর্বার আন্দোলনে নীলকররা আমঝুপি ছেড়ে পালিয়ে যায়।

আমঝুপি নীলকুঠি নীলকরদের শত অত্যাচারের একটি ঐতিহাসিক স্থান। নীলকুঠিয়াল মিকেনী, সিম্পসন, ফার্গুসেন, জেমস হিল এদের আনন্দের হোলি আর কৃষকদের নির্যাতিত হওয়ার কাহিনী আমঝুপি নীলকুঠির আকাশে-বাতাসে এখনো জড়িয়ে আছে।

আমঝুপি বাজার থেকে দক্ষিণ দিকে আধা কিলোমিটার পিচঢালা পথ যেতেই নীলকুঠির প্রধান ফটক দেখা যাবে। খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের উদ্যোগে প্রতিটি উপজেলায় একটি করে ডিসি ইকোপার্ক নির্মাণের উদ্যোগে নেওয়া হয় ২০১৮ সালের দিকে। সে সময় এই ফটকটি নির্মাণ করা হয়। ইকোপার্কের জন্য নীলকুঠির স্থাপনাগুলো কিছু সংস্কার করা হয়। তবে পার্কটি শেষ পর্যন্ত আলোর মুখ দেখেনি। প্রধান ফটক পেরিয়ে সড়ক বরাবর সেই নীলকরদের শোষণের স্মৃতিচিহৃ নীলকুঠি ভবন। ভবনের আগে সড়কের দুই পাশে আম ও লিচুর বাগান। ভবনের উত্তর দিকে কাজলা নদী। কাজলা নদীর সাথে ব্রীজের মাধ্যমে ভবনের সংযোগ রয়েছে। নীল উৎপাদন করতে প্রচুর পানি লাগতো এবং যোগাযোগ সহজ করার জন্য নীলকুঠিগুলো ইংরেজরা বানিয়েছিলো নদীর পাড়ে। নীলকুঠিতে পৌছালেই এক প্রাকৃতিক নির্জনতা লক্ষ্য করা যায়। নীলকুঠির বিভিন্ন স্থানে ইংরেজদের সেই নীল গাছ চোখে পড়ে। সারি সারি নারিকেল গাছ চোখ জুড়াবে। ভবনের উত্তর-পূর্ব দিকে দুটি বড় আকারের কড়ুই গাছ পুরো নীলকুঠির সৌন্দর্য্যকে আকড়ে ধরে রয়েছে। আম, লিচুসহ বিভিন্ন গাছে

পাখিদের আনাগোনা বেশ। একটু কান পাতলেই পাখিদের ডাক শোনা যায়। কখনো কখনো মনে হয় নিজর্নতায় নীলচাষীদের করুণ আর্তনাদও শোনা যাচ্ছে।

নীলকুঠি ভবন থেকে কাজলা নদীতে যাওয়ার ব্রীজ

নীলকুঠির মূল ভবনে যা আছে

আমঝুপি নীলকুঠির মূল ভবনটি আয়তাকার আকৃতির। নদীপথের যাত্রার সুবিাধায় ভননটি কাজলা নদী মুখ করে উত্তরমুখী করা হয়। তবে বর্তমানে দক্ষিনমুখী হয়ে প্রবেশ করতে হয়। ভবনটিকে দুদিক থেকেই সামনের দিকে মনে হয়। ৩৭ মিটার দৈঘ্য এবং ২২ মিটার প্রস্থের এ ভবনটিতে ছোটবড় ১৩টি কক্ষ রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে শয়ন কক্ষ, নাচঘর, স্নেকপ্রুফ কক্ষ, মৃত্যুকুপ। প্রচলিত আছে, ইংরেজদের মনোরঞ্জনের জন্য নতর্কীদের নাচতে হতো। কোন প্রজা খাজনা কিংবা নীলচাষে অনীহা প্রকাশ করলে তাকে হত্যা করে মূত্যুকুপে নিক্ষেপ করা হতো। স্নেকপ্রুফ কক্ষটি এত মসৃণ যে সাপ কিংবা পিপড়া চলতে পারবে না। নীলকুঠিতে আরো রয়েছে পুরাতন রেকর্ড রুম, কয়েদখানা, কাচারী ঘর, নায়েবদের আবাসন।

১৯৭৮ সালে ভবনটিকে নতুন করে ৮২ লাখ টাকা খরচ করে সংস্কার করা হয় এবং পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। এলাকার উন্নয়নের নাম করে তৎকালীন কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক আব্দুল মান্নান ভ’ইয়া ১৯৭৯ সালের ২৬ মার্চ ওই বিকৃত ইতিহাসের ফলক লাগিয়ে দেন ভবনটিতে। পরবর্তিতে ২০১৭ সালে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধিনে প্রথ্নতত্ত্ব অধিদপ্তর নীলকুঠি মূলভবন সহ ৩ একর ৬১ শতক জমি অধিগ্রহণ করে। ভবনটির ভিতরে নতুন করে কিছু সংস্কার করা হয় এবং একটি জাদুঘর করা হয়। তবে

অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে বাকি ৬১ একর জমি। পরিচর্যার অভাবে বাগানের জৌলুস হারাচ্ছে।
ঐতিহাসিক এ নীলকুঠিতে প্রায় প্রতিদিন দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর্যটকরা যান। বছরে প্রায় ২০ হাজার পর্যটক নীলকুঠি পরিদর্শন করেন। পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে নীলকুঠিকে প্রসারিত করতে হলে কিছু সুবিধা বাড়ানোর দাবী জানিয়েছেন তারা।

নীলকুঠি চত্বরে দীর্ঘদিন ধরে চায়ের টং দোকান দিয়ে ব্যবসা করছেন সামসুল হক মিলন। চা খেতে খেতে মিলনের সাথে কথা হয় নীলকুঠি সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে । মিলন বলেন, সপ্তাহে সাধারণত শুক্রবার ও শনিবার পর্যটক আসে। মহিলা পর্যটকদের জন্য অসুবিধা পড়তেই হয়। এখানে কোন টয়লেটের (ওয়াশরুম) ব্যবস্থা নেই। অনেকটা বাধ্য নীলকুঠির পাশের একটি বাড়িতে নিয়ে তাদের সে ব্যবস্থা করতে হয়। মিলন আরো বলেন, ২০১৮ সালে সরকারিভাবে একটি টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু পানির ব্যবস্থা না করতে পারায় সেটা নাকি উদ্বোধন করা গেল না।

মেহেরপুরের সাংস্কৃতিক কর্মী, সাংবাদিক, সাহিত্যিকসহ বিভিন্ন পেশাজীবী ও স্থানীয়রা বারবার আমঝুপি নীলকুঠির বিকৃতি ইতিহাসের ফলক মুছে সঠিক ইতিহাসে স্থাপনের দাবি জানিয়ে আসছেন। কিন্তু আজও সে ফলক রয়ে গেছে।

নীলগাছ

কিভাবে যাবেন আমঝুপি নীলকুঠি

ঢাকাসহ দেশের যে কোন প্রান্ত থেকে বাসযোগে মেহেরপুর জেলা শহেও আসতে হবে। জেলা শহর থেকে ৭ কিলোমিটার পূর্বে আমঝুপি নীলকুঠির

অবস্থান। জেলা শহর থেকে রিক্সা বা ইজিবাইকে করে খুব সহজেই যেতে পারবেন নীলকুঠিতে। সপ্তাহে প্রতি রবিবার পূর্নদিবস এবং সোমবার দুপুর ২টা পর্যন্ত বন্ধ থাকে নীলকুঠির মূলভবন। অন্যান্য দিন সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ১০ টাকা প্রবেশ ফি দিয়ে ঘুরে দেখতে পারবেন ঐতিহাসিক নীলকুঠি ভবনটি।

প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে শেষ হয়েছে দুর্গাপূজা

ঢাকের বাদ্য আর আবীর খেলার মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে বিসর্জন হয়েছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা। মহালয়ার মধ্য দিয়ে মণ্ডপে মণ্ডপে এই পূজার উৎসব শুরু হয়েছিল।

মঙ্গলবার (২৪ অক্টোবর) সকালে বিজয়ী দশমীতে বিহিত পূজা ও দর্পণ বিসর্জনে সমাপ্তি হলো দুর্গাপূজার। বিকেল থেকে শুরু হয় প্রতিমা বিসর্জন। প্রতিমা বিসর্জনকে কেন্দ্র করে যেন কোনো বিশৃঙ্খলা বা দুর্ঘটনা না ঘটে, সে জন্য যথাযথ ব্যবস্থা ছিলো মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও পুলিশ।

তবে প্রতিমা বিসর্জন কালে ভৈরব নদে কচুরিপানা নিয়ে সনাতন ধর্মাবলীদের মধ্যে কিছুটা চাপা অসন্তোষ লক্ষ্য করা যায়।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর শহরের শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির, নায়েববাড়ি মন্দির, হরিসভা মন্দির,বকুলতলা পূজা মন্দির, হরিজন বালক পূজা মন্দির, সদর উপজেলার গোভীপুর বায়পাড়া দূর্গা মন্ডপ, গোভীপুর দাসপাড়া দূর্গা পূজা,বামনপাড়া সর্বজনীন কালী মন্দির, পিরোজপুর দূর্গা মন্দির, পিরোজপুর কালীমাতা দাসপাড়া মন্দির,মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর সার্বজনীন দূর্গা মন্দির, বাবুপুর সার্বজনীন দূর্গা মন্দির, কোমরপুর সার্বজনীন দূর্গা মন্দির, মোনাখালী পূজা মন্ডপ, রতনপুর দাসপাড়া পূজা মন্ডপ,

বল্লভপুর পূজা মন্ডপ, এবং দারিয়াপুর পূজা মন্ডপ মেহেরপুর ভৈরব নদে বিসর্জন দেয়া হয়। এছাড়াও গাংনীতে কাজলা নদে বিভিন্ন মন্ডলের প্রতিমা বিসর্জন করা হয়।

উল্লেখ্য এই বছর মেহেরপুর জেলায় মোট ৪৩ টি মন্ডপে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলায় ১৪ টি, গাংনীতপ ২২ টি এবং মুজিবনগর উপজেলায় ৭ টি মণ্ডপ ছিল। কোনরকম বিশৃঙ্খলা ছাড়াই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে দুর্গাপূজার সম্পন্ন হওয়ায় মেহেরপুর জেলা পূজা উদযাপন কমিটির পক্ষ থেকে জেলা বাসি ও জেলা প্রশাসন সহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি কত জ্ঞাপন করেছে।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগ ও যুবলীগ নেতৃবৃন্দের পূজা মন্ডপ পরিদর্শন

দুর্গা পূজা উপলক্ষে নবমীতে পৌরসভা শহরে ও জেলার বিভিন্ন স্থানের পূজামন্ডপ পরিদর্শন করেন পৌর মেয়র সহ আওয়ামী লীগ ও জেলা যুবলীগের নেতা কর্মীরা।

গতকাল সোমবার বিকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত নেতা কর্মীরা এসকল পূজা মন্দির পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শন কালে মেহেরপুর পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন প্রতিটি মন্দিরে নগদ টাকা ও ব্যাংক চেক প্রদান করেন।

এসময় মেহেরপুর পৌরসভা কালীবাড়ী বড়বাজারের কালী মন্দির, নামের বাড়ী পুজা মন্ডপ, শ্রী শ্রী হরিসভা পুজা মন্ডপ, হালদার পাড়া পুজামণ্ডপ শ্রী শ্রী হরিজন (সুইপার কলোনী) বাপার পুজা মণ্ডপ, বামনপাড়া পূজা মন্ডপ পরিদর্শন করেন নেতা কর্মীরা।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি এড মিয়াজান আলী, মেহেরপুর জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম, সদর

উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ মেহেরপুর জেলা শাখার আহবায়ক ও মেহেরপুর পৌরসভা মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান, জেলা যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান সহ জেলা আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের নেতৃবৃন্দ।